খুব অল্প খরচে যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্র পাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 08 ❑ Issue 09 ❑ 16 May, 2024 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

ওরা মতুয়াদের শরণার্থী ভাবে, আমরা ভাবি নাগরিক— অভিষেক

সংবাদদাতা ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মতুয়াদের বলেন শরণার্থী কিন্তু তৃণমূল মতুয়াদের সকলকেই নাগরিক বলে মনে করেন। এমনি দাবি করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার বিকেলে তিনি মতুয়া অধ্যুষিত বনগাঁ লোকসভায় তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাসের সমর্থনে বাগদার হেলেঞ্চায় জনসভা করতে আসেন। সেখানে তিনি হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুরকে প্রণাম জানিয়ে বলেন, 'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলছেন মতুয়ারা শরণার্থী, আমরা বলছি সকলেই নাগরিক, এটাই পার্থক্য।

এদিন দুপুরে তিনি হেলিকপ্টারে করে বাগদায় সভা করতে আসেন। হেলিপ্যাড থেকে গাড়ি করে সভাস্থলে আসেন। রাস্তার দুপাশে তাকে দেখতে বহু মানুষ জড়ো হয়েছিল। অভিষেক ছাড়াও এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতা ঠাকুর, অশোকনগরের বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী, স্বরূপনগর এর বিধায়ক বীণা মন্ডল সহ অনেকে।

এদিন বক্তব্যে মূলত সিএএ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে কড়া আক্রমণ করেন অভিষেক। প্রথমেই হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুরের নাম উল্লেখ করে মানুষের মঙ্গল কামনা করেন তিনি। মতুয়াদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনারা নিঃশর্ত নাগরিকত্ব পাবেন বলে বিজেপিকে সমর্থন করেছিলেন। পেয়েছেন ভাওতাবাজি আর জুলুমবাজি।

লক্ষ্মীর ভান্ডারের প্রসঙ্গ তুলে বলেন, কোচবিহারের বিজেপি নেত্রী দীপা চক্রবর্তী দাবি করেছেন, বিজেপি যদি ক্ষমতায় আসে তাহলে তিন মাসের মধ্যে লক্ষ্মীর ভান্ডার বন্ধ হয়ে যাবে। সভা মঞ্চে দাঁড়িয়ে নিজের মোবাইল থেকে দীপা চক্রবর্তীর অডিও ক্লিপ তিনি উপস্থিত জনতাকে শোনান। এরপরই অভিষেক বলেন, বিজেপি যদি জেতে তাহলে, আপনারা মন খারাপ করবেন না। কারন এখানে তৃণমূলই জিতবে। সন্দেশখালির প্রসঙ্গ তুলে বলেন, 'সন্দেশখালি প্রমাণ করে দিয়েছে বিজেপি দলটাই জালি। বিজেপি নেতারাই বলছেন, ওখানে কোন ধর্ষণ হয়নি। ২০০০ টাকার বিনিময়ে ওখানকার মা বোনদের সম্মান দেশের কাছে বিক্রি করেছে বিজেপি।

নবজোয়ার কর্মসূচির সময় অভিষেক মতুয়া ঠাকুরবাড়িতে পুজো দিতে এসেছিল। সেখানে তাকে মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। সে প্রসঙ্গ তুলে এদিন অভিষেক বলেন, মন্দিরে আমাকে ঢুকতে দেয়নি শান্তনু ঠাকুর। বলেছেন— অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে ঢুকতে হবে। পঞ্চায়েত ভোটে মানুষের জবাব দিয়ে দিয়েছেন। ৬৮ টি পঞ্চায়েতের মধ্যে ৬১টিতে তৃণমূল জয়লাভ করেছে। অভিষেক এদিন দাবি করে বলেন এই সরকারের পতন হবে। তিন মাস পথে রয়েছি। মানুষের চোখের ভাষা বুঝতে পারছি। ইন্ডিয়া জোট যদি ক্ষমতায় আসে, দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী পরিবারকে বছরে দশটি গ্যাস সিলিন্ডার ফ্রি দেওয়া হবে। ৫০ কোটি দেশবাসীকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দেওয়া হবে।

পাশাপাশি আরও তিনি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যদি নিঃশর্ত নাগরিকত্বের কথা বলেন, তাহলে তিনি সিএএ সমর্থন করবেন। তার কথায়, পাঁচ বছর বিজেপি সরকার কিছুই করেনি। নাগরিকত্ব দেবে বলে মতুয়াদের ভাওতা দিয়ে এসেছে। এই মাটিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর যা অধিকার মতুয়া ভাই বোনদেরও সেই অধিকার। দু'মাস হল সিএএ এর আবেদন ছেড়েছে কেন্দ্র। তৃণমূল কাউকে ফর্ম পূরণ করতে বারণ করেনি। আমি জানতে চাই, বিজেপির কোন নেতা আবেদন করেছে? এদিনের সভায় পঞ্চাশ হাজার লোক উপস্থিত হয়েছেন বলে দাবি করেছেন তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস। যদিও এ বিষয়ে বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি দেবদাস মন্ডল বলেন, "সব মিলিয়ে সাড়ে তিন হাজার মানুষ উপস্থিত হয়েছেন। তাও বাস চালক টোটো চালক সিভিক ভলেন্টিয়ার। এবারে ভোটে বাগদার মানুষ তৃণমূলকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে দেবে।

পৈত্রিক ভিটে ফিরে পাওয়ার দাবিতে আমরণ অনশনে মধুপর্ণা
সঙ্গে যোগ দিয়েছেন মমতা ঠাকুর ও মতুয়া ভক্তরা

প্রতিনিধি ঃ পৈত্রিক ভিটে বাড়ি থেকে অন্যায় ভাবে উচ্ছেদের অভিযোগ এনে পৈতৃক ভিটে ফিরে পাওয়ার দাবি নিয়ে ঠাকুর বাড়িতে অনশনে বসলেন ঠাকুরবাড়ির বৌমা মতুয়া সংঘের সংঘাধিপতি তথা তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ মমতা ঠাকুরের মেয়ে মধুপর্ণা ঠাকুর। তার সঙ্গে রয়েছেন একাধিক মতুয়া ভক্ত। মমতা ঠাকুর নিজেও। যদিও মমতা ঠাকুর ভোটের প্রচারেও যাবেন, আবার অনশনেও বোঝবেন বলে জানিয়েছেন। মতুয়া ধর্ম মেলা চলাকালীন বড়মা বীণাপাণি দেবীর ঘরের তালা ভেঙে ঢুকেছিল শান্তনু ঠাকুর। পরে সেই ঘরের তালা দিয়ে দেয়। শান্তনু জানিয়েছিলেন, বড়মার ঘর ভক্তদের, ভক্তরা তালা দিয়েছে। এবার থেকে ভক্তরা পুজো করবেন।

বীণাপাণি দেবীর পাশের ঘরে থাকতেন মমতা ঠাকুর ও তার মেয়ে মধুপর্ণা। এই ঘটনায় মমতা ঠাকুর অভিযোগ তুলেছিলেন, শান্তনু ঠাকুর তাদের ঘর থেকে বিতাড়িত করেছে। গোডাউন ঘর এবং আশপাশের কিছু ঘরে মেয়েকে নিয়ে থাকছেন তিনি।

তৃতীয় পাতায়...

স্মার্ট ক্লাসরুমের টাকা দেওয়া নিয়ে বিতর্ক

প্রতিনিধি ঃ বনগাঁর বিদায়ী সাংসদ বিজেপির শান্তনু ঠাকুরের বিরুদ্ধে সম্প্রতি অভিযোগ উঠেছে বিভিন্ন স্কুলে ক্লাসরুম নির্মাণের জন্য তার সাংসদ তহবিল থেকে টাকা না দিয়েও টাকা দিয়েছেন এই দাবি করার। দিন কয়েক আগে শান্তনু ঠাকুর একটি লিফলেট প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি দাবী করেছেন, গোবরডাঙ্গার খাঁটুর হাই স্কুল এবং গাইঘাটার ভাড়াডাঙ্গা পাঁচপোতা হাই স্কুলে তিনি সংসার তহবিল থেকে ১০ লক্ষ করে টাকা দিয়েছেন স্মার্ট ক্লাসরুম নির্মাণের জন্য। যদিও ওই দুটি স্কুলের কর্তৃপক্ষ দাবি করেছেন যে, তাদের স্কুলের একাউন্টে কোন টাকা ঢোকেনি। সাংসদ মিথ্যে দাবি করছেন। পাঁচপোতা ভাড়াডাঙ্গা স্কুলের প্রধান শিক্ষক তুষার বিশ্বাস বলেন, 'আমার স্কুলের একাউন্টে সাংসদ তহবিলের কোনো টাকা ঢোকেনি।

এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে শান্তনু ঠাকুর শনিবার মতুয়া ঠাকুর বাড়িতে সাংবাদিক সম্মেলন করেন। সেখানে তিনি দাবি করেন, 'প্রধান শিক্ষকরা

তৃতীয় পাতায়...

চতুর্থ দফাতেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে বিজেপির দাবি অমিত শাহ'র

প্রতিনিধি ঃ দেশে চতুর্থ দফার ভোট শেষ হয়েছে। সবমিলিয়ে ৩৮০ টি আসনে ভোট হয়েছে। এরমধ্যেই নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে গিয়েছে বলে দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মঙ্গলবার দুপুরে তিনি বনগাঁর আর এস মাঠে নির্বাচনী জনসভা করতে আসেন অমিত শাহ। তিনি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিদায়ী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিজেপি প্রার্থী শান্তনু ঠাকুর এবং জিতেন্দ্র সিং। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর, অশোক কীর্তনীয়া। এদিন হেলিকপ্টারে বেনারস থেকে বনগাঁয়ে আসেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তারপর সড়কপথে সভাস্থলে যান। সেখানেই তিনি দাবি করেন, নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে চতুর্থ দফার ভোটেই বিজেপি ২৭০ আসন পেয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে গিয়েছে। এখন লড়াই ৪০০ আসন পাওয়ার। অমিত শাহ বলেন, এ রাজ্য থেকে ৩০ টির

চতুর্থ পাতায়...

ঋতু মেঘা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
আবাসিক।। শীততাপ (AC) নিয়ন্ত্রিত।
এখানে চাইনিজ ফুড সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।
২৪ ঘন্টাই খোলা

চাঁদপাড়া দেবীপুরস্থিত যশোর রোড সংলগ্ন কৃষি মান্ডির পাশে।
চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
Shifting Time সকাল ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা।
যোগাযোগ: 9332224120, 6295316907, 8158065679

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)

MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

বর্ষ ০৮ ❑ সংখ্যা ০৯ ❑ ১৬ মে, ২০২৪ ❑ বৃহস্পতিবার

অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনই জনগণের কাম্য

রাত পোহালেই বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন। অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ যেন রাজনীতির এক অঘোষিত সাংবিধানিক নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজেকে বা দলকে বড় দেখাতে অবলীলায় মিথ্যার ফুলঝুরি বলেই চলে নেতা-নেত্রীগণ। আসলে সুললিত ছন্দবদ্ধ ভাষাবন্ধে আবদ্ধ বক্তব্যই সাধারণ মানুষের মন জয় করে নেয়। এর জন্য বোধহয় রসিক বক্তাগণ 'সাহিত্যিক- গুণ্ডা' (কথিত) পুষে রাখেন। কিন্তু বক্তাগণ কী বক্তব্যের মর্মার্থ বুঝে বক্তব্য দেন, না কী তোতাপাখির মতো মুখস্থ বুলি আউড়ে চলেন? যুক্তিবাদীর দল বলে, বক্তব্য হোক যথার্থ। তার মধ্যে যেন কপটতা না থাকে। যেন থাকে না কোন মিথ্যার আশ্রয়। সাম্প্রতিক সময়ে বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রর যুযুধান দুইপক্ষের প্রার্থীদ্বয় তাঁদের বক্তব্য পেশ করে চলেছেন, সেখানে একজন তো স্মার্ট ক্লাস রুম নিয়ে মিথ্যা ইস্তেহার প্রকাশ করছেন, আরেকজন যথাসম্ভব তথ্য সমৃদ্ধ বক্তব্য পেশ করছেন। তার মধ্যে ব্যক্তিগত আক্রমন তো থাকছেই। ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী কোন নাগরিক স্বাধীনভাবে তার মতামত প্রকাশ করতে পারে বা বক্তব্য রাখতেই পারে। তাই বলে তার মধ্যে যেন মিথ্যার আশ্রয় না থাকে। একপক্ষ বা কোন স্বাধীন সংগঠন সিএএ বিরোধী বক্তব্য দিতে গেলে অন্যপক্ষের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। সাধারণ মানুষ বলে এ কেমন রাজনীতি! এতো হিংসা- প্রতিহিংসার রাজনীতি! এ রাজনীতি মানুষ চায় না। মানুষ চায় গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বিরোধ সুষ্ঠু নির্বাচন। সেখানে যেন রক্তক্ষয় না হয়। তাহলেই আপামর জনগণ খুশি। তাতেই তাদের শান্তি।

ডারউইনবাদ বর্তমানে পাঠ্যসূচির বাইরে

অজয় মজুমদার

পর্ব-৮

ডারউইনের ঠাকুরদা এরাসমাস ডারউইন। তিনি ছিলেন একাধারে চিকিৎসক, কবি, দার্শনিক এবং উদ্ভিদবিজ্ঞানী। বিবর্তন সংক্রান্ত বর্ণনা প্রকাশ করেছিলেন কবিতায়। নাতি চার্লস এগিয়ে গিয়েছিলে। এক ধাপ বলতে পেরেছিলেন বিবর্তনের মূল কৌশলটি। জঁ বাপতিস্ত ল্যামার্ক একজন অসফল বিবর্তনবাদী হিসাবে চিহ্নিত। অথচ ডারউইন একদা তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেছিলেন, জীব রাজ্যের পরিবর্তনের মূলে প্রভাবের বদলে বিজ্ঞানের নিয়মের কথা বলে যথেষ্ট উপকার করেছেন। "ডিসেন্ট অফ ম্যান" প্রথম খন্ডে ডারউইন আলোচনা করেছেন— কীটপতঙ্গ জীবজন্তু এবং মানুষের জীবনে যৌন নির্বাচনের ভূমিকা প্রসঙ্গে।

ডারউইনর ১০০ বছরের পৃথিবীর অনেক পরিবর্তন, অনেক কিছু জানার সাক্ষ্য। তাঁর সময়ের জীববিদ্যা আজ প্রায় শত শাখায় বিভক্ত হয়েছে। বিশেষ বিশেষ অনুসন্ধান ও গবেষণায় প্রচুর নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে এবং নতুন নতুন তত্ত্বের আলোয় এগিয়ে চলেছে পৃথিবী। জীববিদ্যা, জীব-রসায়নবিদ্যা, কৃত্রিম জীবন সৃষ্টি ,সৃষ্ট জীবনকে ইচ্ছামত পরিবর্তনের অধিকারী আজ মানুষ। পৃথিবীর উপরে কিছুটা আধিপত্য সে বিস্তার করতে পেরেছে। ক্লোনিং মিউটেশন তত্ত্ব এবং নিউক্লিয়ার বায়োলজির গবেষণা। এতে বিবর্তনবাদের সহজ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয়েছে। নিম্নতর কোন জৈবিক গঠন থেকে বিবর্তিত হয়ে মানুষে পরিণত হয়েছে—

এটা এখন স্পষ্ট যে, মানুষের মধ্যে নানান বৈসাদৃশ্য আছে। একই জাতের দুজন মানুষকে দু'রকম দেখতে। আমরা কয়েক লক্ষ মানুষের মুখমন্ডল তুলনা করলে দেখা যাবে যে, প্রত্যেকের মুখমন্ডলই স্বাতন্ত্র। শরীরের বিভিন্ন

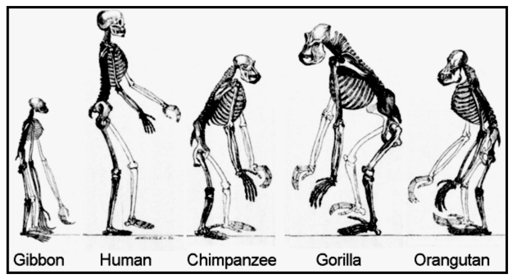

অঙ্গ- প্রত্যঙ্গের অনুপাত ও আয়তনের প্রচুর পার্থক্য রয়েছে। যেমন পায়ের দৈর্ঘ্য থেকেই বলা যায়। পৃথিবীর কোন কোন অংশে লম্বাটে ধরনের পায়ের গঠন দেখা যায়। এবং পৃথিবীর কোথাও কোথাও ছোট মাপের পা দেখা যায়। এই লম্বা বা বেঁটে হওয়ার জন্য কতখানি জিনপুল এর জন্য দায়ী বা কতখানি ভৌগোলিক কারণের জন্য দায়ী, সে সম্পর্কেও বিশ্লেষণ হয়েছে। দেখা যায় একই জাতির সীমিত গড়নের যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন— দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মধ্যে যারা রক্তের, আচার ,ব্যবহারের এবং ভাষার বিভিন্নতায় ও সাদৃশ্য অসম্ভব এমনকি স্যান্ডউইচ দ্বীপের মতো চারপাশে সমুদ্র দিয়ে ঘেরা স্থানের আদিবাসীদের ক্ষেত্রেও করোটির গঠনে এই পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। একজন বিখ্যাত দন্ত চিকিৎসকের মতে মুখাবয়বের এর মত বিভিন্ন মানুষের দাঁতের গঠনেও প্রচুর পার্থক্য রয়েছে। বিভিন্ন মানুষের প্রধান প্রধান ধমনীর গতিপথ এত স্বাভাবিক রকমের আলাদা যে, অস্ত্রোপচারের কারণে ধমনীর গতিপথ সম্পর্কে একটা সাধারণ সূত্রে পৌঁছানোর জন্য ১০৪০ টি শবদেহ পরীক্ষা করে দেখতে হয়েছে বিজ্ঞানীদের।

মানবিক গুণের ক্ষেত্রে বংশগতির প্রভাব বা ট্রান্সমিশন আমাদের পোষা কুকুর, ঘোড়া ও অন্যান্য গৃহপালিত পশুদের মধ্যেও দেখা যায়। তাছাড়া বিশেষ রুচি, অভ্যাস, সাধারণত বুদ্ধিমত্তা,সাহস, ভাল ও বদ মেজাজ প্রভৃতি নিশ্চিতভাবেই উত্তর পুরুষে বর্তায়।

মানুষ ও নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে যে শুধুমাত্র একই সাধারণ কারণে বৈসাদৃশ্য ঘটে তাই নয় ,উভয়ের ক্ষেত্রেই শরীরের একই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাদৃশ্য ধরনের পরিবর্তিত হয়। অধ্যাপক গডরন ও অধ্যাপক কাতরফাজ এর ব্যাপক গবেষণা করে এই বিষয়টি প্রমাণ করে ব্যাখ্যা করেছেন। অধ্যাপক কাতরফাজ সাম্প্রতিককালে এই বিষয়টির কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছেন। Revuedes Cours Scientiques , 1867-68 pg-625, ১৮৪০ সালে ফ্লিথম্যান এমন একটি লেজ যুক্ত মানুষের ভ্রূন প্রদর্শন করেছিলেন যা সচরাচর দেখা যায় না। এটা মেরুদন্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিল। লেজটিকে বহু শারীরবিদ সহ আরল্যান্যাজেন এর প্রানী তত্ত্ববিদদের আলোচনা সভায় উপস্থিত থেকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেন।

গাইঘাটার রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে সাড়ম্বরে বিশ্ব মা দিবস পালন

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বছরের মতো এবারও মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার মহা সমারোহে আন্তর্জাতিক মা দিবস উদ্‌যাপন করে গাইঘাটার রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম কর্তৃপক্ষ। গত ১২ মে সকালে আশ্রমের আবাসিক শিক্ষার্থী ও উপস্থিত মায়েরা বাজনা সহ মিছিল করে গাইঘাটার রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম কর্তৃপক্ষ। গত ১২ মে সকালে আশ্রমের আবাসিক শিক্ষার্থী ও উপস্থিত মায়েরা বাজনা সহ মিছিল করে গাইঘাটা বাজার সংলগ্ন যমুনা নদী থেকে ঘট ভরে জল নিয়ে আসেন।

মধ্যাহ্নে আশ্রমের সুসজ্জিত অঙ্গনে শুরু হয় মাতৃপূজন অনুষ্ঠান। আশ্রমের পড়ুাদের জন্মদাত্রী মাতৃ দেবীগণ ছাড়াও আশ্রম পরিচালিত গাইঘাটা বিবেকানন্দ স্মৃতি মনিমেলার সদস্য শিক্ষার্থীগণের সন্তানগণ নিজ নিজ মায়েদের পদতলে বসে মাতৃপূজায় অংশ নেয়। আশ্রমের প্রানপুরুষ ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের ভক্ত শিক্ষক শংকর নাথ সকলকে স্বাগত জানান এবং মাতৃপূজন শেষে সকল মায়েদের হাতে নতুন শাড়ি

কাপড় তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। নানা অনুষ্ঠান ও বহু মানুষের স্বতঃ স্ফূর্ত উপস্থিতি এবং অংশ গ্রহনে আশ্রম আয়োজিত এদিনের মা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

ঠাকুরনগরে প্রতিধ্বনির রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালন

সাংবাদাতা ঃ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৪ তম জন্মজয়ন্তী যথাযোগ্য মর্যাদি সহকারে উদ্‌যাপন করে ঠাকুরনগরের প্রতিধ্বনি সাংস্কৃতিক সংস্থার সদস্যগণ। ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের অর্থানুকূল্যে গত ১২ মে সন্ধ্যায় ঠাকুর নগরের বিনয় সদনে আয়োজিত কবি বন্দনার অনুষ্ঠানের সূচনায় কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে ফুল মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা জানান সংস্থার সদস্যগণ। কবি প্রণামের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক গৌরাঙ্গ মণ্ডল, বিনয় মজুমদার, ছিলেন কমিটির সম্পাদক সংস্কৃতিপ্রেমী শিবেন মজুমদার, ছিলেন অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ও সাংবাদিক নীরেশ চন্দ্র ভৌমিক প্রমুখ। প্রতিধ্বনির সম্পাদক পার্থপ্রতিম দাস উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। সভাপতি শিক্ষক জয়দেব হালদার পুষ্পস্তবকে বরণ করে নেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে দেশবাসীর গর্ব এশিয়া মহাদেশের মধ্যে সর্বপ্রথম নোবেল পুরস্কারে ভূষিত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন, কর্ম আদর্শ, এবং তাঁর বিভিন্ন সৃষ্টি ও জীবন দর্শনের উপর আলোকপাত করে মনোজ্ঞ ভাষন দেন। সংগীত শিক্ষিকা মাম্পি দাসের নির্দেশনায় সংস্থার কচি কাঁচাদের নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আয়োজিত কবি প্রনামের অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সংস্থার ছোট- বড় সকল সদস্যগণ সংগীত, আবৃত্তি, নৃত্য এবং কথায় কবিতায় কবিকে শ্রদ্ধা জানান। ছোটদের সমবেত নৃত্য, সমন্বিতার কণ্ঠে কবিগুরুর 'আগমন' কবিতা এবং ছোট আরাধ্যার কণ্ঠে কবির সোনারতরী কবিতা আবৃত্তি সমবেত দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীর উচ্ছসিত প্রশংসা লাভ করে।

গোবরডাঙায় সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত রবিকর রেখার কবি বন্দনা

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বছরের মতো এবারও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম জয়ন্তী মহা সমারোহে উদযাপন করে গোবরডাঙা নবগঠিত সাংস্কৃতিক সংস্থা কবিকর রেখা'র সদস্যগণ। গত ১১ মে মধ্যাহ্নে গোবরডাঙার গবেষণা পরিষদ এর সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত বিশ্বকবির ১৬৪ তম জন্মোৎসবে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ঋতুপর্ন বিশ্বাস, কবি লাল মোহন বিশ্বাস ও বীথিকা বিশ্বাস, শিক্ষক ড. সুনীল বিশ্বাস, সাংবাদিক সরোজ কান্তি চক্রবর্তী, সমাজকর্মী গেবিন্দলাল মজুমদার প্রমুখ। অন্যতম সংগঠক সাহিত্য এবং সংস্কৃতি অনুরাগী শিক্ষক স্বপন কুমার বালা উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। উদ্যোক্তারা সকল বিশিষ্টজনদের বরণ করে নেন। গবেষনা পরিষদের প্রানপুরুষ অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দীপক কুমার দাঁ সমবেত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন কর্ম এবং তাঁর জীবন দর্শন এর উপর আলোকপাত করে ভাষণ দান করেন এবং উপস্থিত ছাত্র ছাত্রী সহ সকলকে কবির বিভিন্ন রচনা পাঠ করার আহ্বান জানান। কবির বিভিন্ন সৃষ্টির উল্লেখ করে মনোজ্ঞ বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট কবি লালমোহন বিশ্বাস। রবিকর রেখা'র পক্ষ থেকে এদিন গুনীজন সংবর্ধনায় বর্ষিয়ান সাহিত্যিক কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর, বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক অর্চনা দে বিশ্বাস এবং স্বনামধন্য নাট্য ব্যক্তিত্ব ও গোবরডাঙা রূপান্তর এর নাট্য প্রশিক্ষক প্রতাপ চন্দ্র সেনকে উত্তরীয়। মানপত্র, মিষ্টি ও স্মারক উপহারে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উদ্যোক্তাদের এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। বিশিষ্ট কবি ও সংগীত শিল্পী প্রবীর হালদারের কণ্ঠে কবিগুরুর সংগীতের মধ্য দিয়ে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উপস্থিত ছাত্র ছাত্রী সহ রবীন্দ্রপ্রেমী মানুষজন সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশন করেন। সংগীত, আবৃত্তি ও কথায় কবিতায় রবিকর রেখা আয়োজিত এদিনের কবি বন্দনার অনুষ্ঠান বেশ মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে।

হরি গুরুচাঁদ স্মরণ অনুষ্ঠানে বহু ভক্ত সমাগম

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১০ মে অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্য দিনে অন্যান্য বৎসরের

মতো এবারও মতুয়া সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবতা হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের পুজো এবং সেই সঙ্গে হরিনাম সংকীর্তনের আয়োজন করেন গাইঘাটার দেবীপুর গ্রামের বাসিন্দা মতুয়া ভক্ত কিশোর বিশ্বাস। এদিন সকালেই বাসভবন অঙ্গনের হরি গুরুচাঁদ মন্দির ও অঙ্গন ফুল মালায় সাজানো হয়।

বিভিন্ন এলেকা থেকে মতুয়া শিষ্য ও ভক্তগণ এসে উপস্থিত হন। সকলকে স্বাগত জানান ধর্মপ্রান কিশোরবাবু।

চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপক দাসও এসে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে যান। মন্দির প্রাঙ্গনে সমবেত মতুয়া ভক্তগণ পুজো পাঠ শেষে হরিনাম ও ধর্মীয় আলোচনায় অংশ গ্রহন করেন। গ্রামবাসী সহ এলেকাবাসী সকলের জন্য ছিল আহারের ব্যবস্থা। মতুয়া ভক্ত সহ ধর্মপ্রান মানুষজনের উপস্থিতি ও অংশ গ্রহনে এদিনের সমগ্র অনুষ্ঠান সার্থক হয়ে ওঠে।

জোটপ্রার্থী প্রদীপ বিশ্বাসের সমর্থনে আইনজীবিদের সভা

সংবাদদাতা ঃ ১৪ বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের বাম কংগ্রেস জোটের জাতীয় কংগ্রেরে প্রার্থী প্রদীপ বিশ্বাসের সমর্থনে সভা করেন বনগ্রাম মহাকুমা আদালতের আইনজীবীগণ। বামপন্থী অল ইন্ডিয়া ল'ইয়ার্স ইউনিয়নের বনগাঁ কোর্ট শাখার উদ্যোগে ১৪ মে অপরাহ্নে আদালতভবন পার্শ্বস্থ সোনালী মোড়ে অনুষ্ঠিত সভায় দল এবং সংগঠনের বিশিষ্ট বক্তা ও নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন বর্ষিয়ান আইনজীবী শ্রীকৃষ্ণ ঘোষ, সুপ্রিয় ব্যানার্জী, মনোজ সাহা, সৌম্য বৈদ্য, জয়দীপ পালিত ও প্রবীণ সিপিআই এম নেতা কপিল ঘোষ, ছিলেন বিশিষ্ট জননেতা ও শিক্ষক প্রদীপ বিশ্বাস প্রমুখ। স্বাগত ভাষণে বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রীকৃষ্ণ ঘোষ উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে আসন্ন নির্বাচনে বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের বাম কংগ্রেসের জোটপ্রার্থী শিক্ষক প্রদীপ বিশ্বাসকে হাত চিহ্নে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী নীতি, সাম্প্রদায়িকতা, স্বৈরাচার ইত্যাদির সমালোচনা করে বক্তব্য রাখেন জোটপ্রার্থী প্রদীপ বিশ্বাস। সভায় অন্যান্য বক্তাগণ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী নীতি ও সীমাহীন দুর্নীতির প্রতিবাদ করে বক্তব্য রাখেন। রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগ ব্যাপক দুর্নীতি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে চুরি ও দুর্নীতির সাথে যুক্তদের কঠোর সাজার দাবী জানান। অনুদান, ভাতা ও দান খয়রাতিতে উন্নয়ন সম্ভব নয়। ঘরে ঘরে শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতী, কর্মসংস্থানের কোন দিশা নেই। গড়ে উঠছে না কোন শিল্প কলকারখানা।

এহেন পরিস্থিতিতে দেশের সংবিধান, গনতন্ত্র, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করতে এবং নারীর সম্মান ও অধিকার রক্ষার লড়াইকে জোরদার করতে এবং বেকার সমস্যা সমাধানে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে কেন্দ্রে ইণ্ডিয়া জোটকে প্রতিষ্ঠিত করতে আগামী ২০ মে বনগাঁ কেন্দ্রের জোট প্রার্থী জাতীয় কংগ্রেসের প্রদীপ বিশ্বাসকে নির্বাচিত করার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট বক্তাগণ।

জোট প্রার্থীর সমর্থনে ঠাকুরনগর চাঁদপাড়ার প্রচার সভা

নীরেশ ভৌমিক ঃ ১৪ বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের বাম ও কংগ্রেস জোটের প্রার্থী কংগ্রেস নেতা শিক্ষক প্রদীপ বিশ্বাসের সমর্থনে গত ১২ মে ঠাকুরনগর রেলগেট সংলগ্ন স্টেট ব্যাঙ্ক প্রাঙ্গনে এবং ১৪ মে চাঁদপাড়া ২নং রেলবাজার চত্বরে নির্বাচনী প্রচার সভা করে কংগ্রেস ও সিপিএমের স্থানীয় নেতৃত্ব। ঠাকুরনগরের নির্বাচনী সভায় বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট সিপি এম নেতা অ্যাডভোকেট কৃষ্ণ ঘোষ, বিদ্যুৎ মণ্ডল ও মহাদেব বিশ্বাস প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

১৪ মে অপরাহ্নে চাঁদপাড়া স্টেশন পার্শ্বস্থ রেল বাজার চত্বরে কংগ্রেস সিপিএম জোট অয়োজিত পথসভায় জোটপ্রার্থী শিক্ষক প্রদীপ বিশ্বাসের সমর্থনে অনুষ্ঠিত সভায় পৌরোহিত্যে করেন সি পি এমের গণ সংগঠন টিআইসিইউ অনুমোদিত রেল হকার্স ইউনিয়নের বর্ষিয়ান নেতৃত্ব কৃষ্ণপদ চৌধুরী, প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ও প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্য শান্তিময় চক্রবর্তী, কংগ্রেসনেতা বিশ্বজিৎ নন্দী, সিপিএমের যুব নেতৃত্ব সুবক্তা ময়ুখ মণ্ডল, পথিক দাস, সি পি এম নেতৃত্ব বাপ্পা চৌধুরী, প্রাক্তন সৈনিক দিলীপ রায়, কংগ্রেসের বীরেশ ভৌমিক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

সভায় বিশিষ্ট বক্তাগণ তাঁদের বক্তব্যে তৃণমূল ও কেন্দ্রের বিজেপি'র নেতৃত্বাধীন সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী নীতি ও ব্যাপক দুনীর্তির প্রতিবাদ করে দেশের সংবিধান গনতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করতে সেই সঙ্গে রাজ্য সরকারের শিক্ষক নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতি, নারীর সম্ভ্রম লুঠ ইত্যাদির কঠোর সমালোচনা করে নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। বক্তাগণ শিক্ষাসহ সমস্ত প্রকার দুর্নীতি প্রতিরোধে এবং নারীর সম্মান ও অধিকার রক্ষার লড়াইকে জোরদার করতে এবং বনগাঁ সংসদীয় এলেকার সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে আগামী ২০ মে বামফ্রণ্ট সমর্থিত জাতীয় কংগ্রেস প্রার্থী প্রদীপ বিশ্বাসকে হাত চিহ্নে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান। রাত ৯টা অবধি চলা এদিনের সভায় বক্তাগণের বক্তব্য বহু মানুষজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯২৩২৬৩৩৮৯৯

বানীপুর সুন্দরম এর নৃত্যানুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ মহা সমারোহে বিশ্ব নৃত্য দিবস পালন করে বঙ্গীয় নৃত্যকর্মী ঐক্য মঞ্চ। এদিন বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মহুয়া চট্টোপাধ্যায়, রীনা জানা, অনিতা মল্লিক, জলি রায় প্রমুখ। এদিনের নৃত্য দিবসের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন এলেকা থেকে ত্রিশটির মতো নাট্যদল অংশ গ্রহন করে। বিভিন্ন নৃত্য গোষ্ঠী রবীন্দ্র নৃত্য ছাড়াও শাস্ত্রীয় নৃত্য, লোক নৃত্য এবং সৃজনশীল নৃত্য পরিবেশন করে হাবড়ার বাণী সুন্দরম কলাকেন্দ্রের নৃত্য শিল্পীগণ। বিশ্ব নৃত্য দিবস শুধু নৃত্য শিল্পীদের জন্য নয়, সকল সংস্কৃতি প্রেমী মানুষজনের জন্য, এদিনের নৃত্যমোদী মানুষজনের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিই তা প্রমান করে।

স্মার্ট ক্লাসরুমের টাকা দেওয়া নিয়ে বিতক

প্রথমপাতার পর...

আমার কাছে লিখিত আবেদন করেছিলেন স্মার্ট ক্লাসরুমের জন্য আর্থিক সাহায্য করার। সেই মতো আমি জেলা শাসকের মাধ্যমে ১০ লক্ষ টাকা করে অনুমোদন করে দেই। তারা টাকা পেয়েছেন কি না পেয়েছেন আমার জানার বিষয় নয়। যেহেতু অনুমোদন করেছি, সে কারণে আমি ইস্তেহারে দশ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা লিখেছি। ওই শিক্ষকেরা তৃণমূলের চাপে সত্যি কথা বলতে ভয় পাচ্ছে। সত্যি কথা বললে তাদের চাকরি চলে যেতে পারে। এ বিষয়ে বিশ্বজিৎ দাস বলেন, '২৪ ঘন্টা অসুস্থ থাকে শান্তনু ঠাকুর। অসংলগ্ন কথাবার্তা বলেন। সাংসদ তহবিল থেকে পাওয়া ২৫ কোটি টাকার কোন হিসাব দিতে পারছেন না। টাকা আত্মসাৎ করেছেন। ভোটের পর এই ঘটনার আমরা তদন্ত করব। শান্তনুর পাল্টা প্রতিক্রিয়া বিশ্বজিৎ দাসের পায়ের তলায় মাটি নেই। ও একটা বেহায়া।

আমরণ অনশনে মধুপর্ণা

প্রথমপাতার পর...

এবার সেই ঘর ফিরে পাওয়ার দাবিতে সোমবার সকাল ১১ টা থেকে ঠাকুর বাড়িতে বীণাপাণি দেবীর ঘরের সামনে আমরণ অনশন শুরু করলেন মমতা ঠাকুরের মেয়ে মধুপর্ণা ঠাকুর। তার সঙ্গে অনশনে যোগ দিয়েছেন একাধিক মতুয়া ভক্ত ও মমতা ঠাকুর স্বয়ং।

এদিন ঠাকুর বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, বীণাপাণি দেবীর ঘরের পাশে একটি খাটিয়া পেতে মধুপর্ণা দেবী বসে আছেন। পেছনে ব্যানারে লেখা আমরণ অনশন। আমাদের পৈতৃক ভিটেবাড়ি থেকে অন্যায় ভাবে উচ্ছেদ করা হয়েছে। মেয়ে হয়ে জন্ম নেওয়াই কী অপরাধ! তার জন্যই কী আমাদের ঘর ছাড়া হয়ে থাকতে হবে? সমগ্র ভারতবাসীর কাছে এর বিচার চাই। মধুপর্ণা বলেন, আমরা মেয়ে বলে কি নিজের বাবার সম্পত্তিতে যেতে পারবো না? মেয়ে বলে কি অধিকার থেকে বঞ্চিত হবো? শান্তনু ঠাকুর আমাদের উৎখাত করেছে। আমরা নিজেদের ঘরে থাকি না। আমরা সমগ্র মতুয়া সমাজ ভারতবাসীর কাছে এর বিচার চাই।

মমতা ঠাকুর বলেন, 'আমাদের নিজেদের বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। তারই প্রতিবাদে এবং আমাদের ঘর ফিরে পাওয়ার দাবিতে এই ধর্ণা। আমি ধর্নাতে থাকছি আবার ভোটের প্রচারে যাচ্ছি। কারণ শান্তনু ভোটে জেতার পর যে অত্যাচার শুরু করেছেন তা মানুষকে জানাতেই আমাকে প্রচারে যেতে হচ্ছে। কারণ ওরা জিতলে আরো অত্যাচার বাড়বে। বিষয়ে শান্তনু ঠাকুর বলেন, মা মেয়ে মিলে বড়মার ওই ঘর দখল করেছিল। টিএমসি ক্যাডারদের আড্ডা খানা হয়ে গেছিল। ভক্তরা ঢুকতে পারত না। আমি কিছুই করিনি। ভক্তরা ঘর দখল করে তালা মেরেছে। ভক্ত সমাজ চেয়েছে, ওই বিল্ডিংটা হেরিটেজ হোক।

FORMAT C-1
(For candidate to publish in Newspapers, TV)

Declaration about criminal cases

(As per the judgment dated 25th September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP, Civil) No 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name and address of candidate : KALYAN SARKAR, B/4/401, B-4(ANGSHIK) & BIBADI PALLI, P.O. & P.S.- KALYANI, DISTRICT-NADIA, PIN-741235, WEST BENGAL

Name of Political Party : INDEPENDENT

Name of Election: - GENERAL ELECTION TO THE HOUSE OF THE PEOPLE 2024 (LOK SABHA 2024)

Name of Constituency : 14, BANGAON PARLIAMENTARY CONSTITUENCY (SC)

I KALYAN SARKAR candidate for the above mentioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

(A) Pending Criminal Cases

SL No	Name of Court	Case No. and dated	Status of cases(s)	Section(s) Acts concerned and brief description of offence(s)
1	Ld. A.C.J.M Kalyani Court	Case No: 306/2021 Dt. 30.12.2021	Pending before the concerned court	U/S-420, 406,468 IPC
2	Ld. A.C.J.M. Barrackpore Court	Case No: 293/21 Dt. 17.08.2021	Pending before the concerned court	U/S-188/269/270 I.P.C. & 51(b) DM Act 2005
3	Ld. A.C.J.M Kalyani Court	G.R. No: 144/2021	Pending before the concerned court	U/S-188/269/270 I.P.C. & 51(b) DM Act 2005

(B) Details about case of Conviction for Criminal offence

SI No	Name of Court & date(s) of Orders	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE

মুখ্যমন্ত্রীর নিশানায় শান্তনু ঠাকুর, নাগরিকত্বের নামে টাকা তোলার অভিযোগ আনলেন

প্রতিনিধি ঃ শান্তনু ঠাকুর নাগরিকত্ব দেবে বলে টাকা তুলেছেন, অভিযোগ তুললেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার দুপুরে তিনি বনগাঁর অভিযান সংঘের মাঠে বনগাঁ লোকসভার প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাসের সমর্থনে জনসভা করতে এসেছিলেন। সেখানেই মমতা অভিযোগ করে বলেন, আপনাদের এখানের বিজেপি প্রার্থী একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন। কী কাজ করেছেন? কোন কাজই করেননি। নাগরিকত্ব দেবে বলে টাকা তুলেছেন।

এদিন অভিযান সংঘের মাঠে সভা মঞ্চের পাশে হেলিপ্যাড তৈরি করা হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী হেলিকপ্টারে আসলে মুখ্যমন্ত্রীকে দেখতে আশপাশের বাড়ির ছাদে বহু মানুষ জড়ো হয়েছিলেন। বক্তৃতা করার পাশাপাশি এদিন তিনি মতুয়াদের বাদ্যযন্ত্র বাজান, মতুয়াদের পতাকা নিশান ওড়ান, সাঁওতালি নৃত্যশিল্পীদের সঙ্গে পাও মেলান। মমতা বলেন, শান্তনু ঠাকুর কেন সিএএর জন্য আবেদন করছেন না? করবেন না, কারন তিনি জানেন করলেই বিদেশি হয়ে যাবেন।

পাশাপাশি এদিন মুখ্যমন্ত্রী মতুয়া ঠাকুর বাড়ির সঙ্গে তার পুরনো সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন। মতুয়াদের প্রয়াত বড় মা বীণাপাণি দেবীকে তিনি রাজ্যের সর্বোচ্চ সম্মান বঙ্গ বিভূষণ তুলে দিয়েছিলেন বলে জানান। বনগাঁর প্রাক্তন বিধায়ক ভূপেন শেঠ এর কথা উল্লেখ করেন। মমতার কথায়, বনগাঁ-এ আসলে ভূপেনদা তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খাওয়াতেন। ঠাকুরনগর ও বনগাঁ মহকুমার উন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রী কি কাজ করেছেন তার পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলেন, বিজেপি বলে বাংলায় কোন কাজ হয়নি, তাই একটু আধটু তুলে ধরলাম।

বনগাঁর মুটে এবং ছোট গাড়ির মালিকেরা আর্থিক সংকটে ভুগছেন সে কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দেন, বিশ্বজিৎ যদি ভোটে যেতে তাহলে সকলে মিলে ওদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। রেলমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি বনগাঁ বাগদা রেলপথের অনুমোদন দিয়েছিলেন বলেও জানিয়েছেন। বক্তৃতা শেষে মতুয়া ভক্তরা ডংকা বাজান। তাদের সঙ্গে তাল মেলান মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনার বিষয়ে শান্তনু ঠাকুর বলেন, মুখ্যমন্ত্রী আগে বলুন, তাঁর ডিআইবি পাসপোর্ট তৈরি করতে গেলে ৭১ সালের আগের দলিল দেখতে চায় কেন। দলিল দেখাতে না পারলে টাকা দিতে হয়। এভাবে আমাদের সম্প্রদায়ের মানুষের কাছ থেকে হাজার হাজার টাকা তোলা হয়েছে। মাতুয়ারা নাগরিকত্ব পেলে আর টাকা দেওয়া লাগবে না। টাকার যোগান বন্ধ হয়ে যাবে। তাই কী মুখ্যমন্ত্রীর গাত্রদাহ হচ্ছে! মুখ্যমন্ত্রী যদি প্রমাণ করতে পারেন, নাগরিকত্ব দেওয়ার নাম করে আমি টাকা নিয়েছি তাহলে রাজনীতি করা ছেড়ে দেব। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতা ঠাকুর, অশোকনগর এবং স্বরূপনগরের বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী বীণা মন্ডল সহ আরো অনেকে।

সাহিত্য সভায় কবি সম্মেলন ও গুণীজন সংবর্ধনা

নীরেশ ভৌমিক: গত ২৭ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয় গোবরডাঙ্গার সেবা ফার্মার্স সমিতি আয়োজিত ৫৩ তম মাসিক সাহিত্য সভা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম মাসে কবির প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা অর্পণের মধ্য দিয়ে সাহিত্য সভার সূচনা হয়। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী মন্দিরা চক্রবর্তী। স্বাগত ভাষণে সমিতির সভাপতি হিমাদ্রী গোমস্তা উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে সমিতির বিভিন্ন সেবামূলক কাজকর্মের খতিয়ান তুলে ধরেন। সমিতির 'এসো হাত ধরি প্রকল্পে' এদিন দুজন দুস্থ পরিবারের মহিলার হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। এদিনের সাহিত্য সভায় কবিগুরুর জীবন ও কর্মের উপর আলোকপাত করে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন সাহিত্য প্রেমী পলাশ মন্ডল ও বাসুদেব চক্রবর্তী। কবিগুরুর কবিতা আবৃত্তি করে শোনায় ছোট্ট আহেলী, রবীন্দ্রনৃত্য পরিবেশন করে শিশু শিল্পী সমৃদ্ধা সানা, জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কবি-সাহিত্যিক'গণ স্বরচিত কবিতা ও ছোট গল্প পাঠ করে শোনান। রবীন্দ্র কবিতা আবৃত্তি করে শোনান বিশিষ্ট আবৃত্তিকার রুমা সাহা ও সাধনা মজুমদার, কবিগুরুর গান গেয়ে শোনান প্রবীণ শিক্ষক অলকানন্দ বসু। এ দিনের গুনীজন সংবর্ধনায় বিশিষ্ট লেখক গোপাল পাত্রকে পুষ্পস্তবক, উত্তরীয়, মানপত্র ও স্মারক উপহারে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

চতুর্থ দফাতেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে বিজেপি

প্রথমপাতার পর...

বেশি আসন পাবে বিজেপি, তারপরেই মোদির নেতৃত্বে এখানে সরকার গঠন হবে। প্রসঙ্গত সোমবার বনগাঁ শহরে সভা করতে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছিলেন, ৩১৫ টি আসন পেয়ে ইন্ডিয়াজট ক্ষমতায় আসছে। বিজেপি পাবে ১৯০ থেকে ১৯৫ টি আসন। তারই পাল্টা হিসেবে এদিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বনগাঁ এখন দাবি করলেন।

নাগরিকত্ব সংশোধিত আইন বা সিএএ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষিত অবস্থানকে এদিন কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলছেন, সিএএতে আবেদন করলে বেনাগরিক হয়ে যেতে হবে, ডিটেনশন ক্যাম্পে চলে যেতে হবে। সেই প্রসঙ্গ তুলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, মমতা দিদি মিথ্যা কথা বলছেন। সিএএতে আবেদন করলে কারো কোনো সমস্যা হবে না। আমরা সকল মতুয়া সমাজের মানুষকে আশ্বস্ত করে বলতে চাই, আমরা সকলকে নাগরিকত্ব দেব। এ রাজ্যে ৩০ টির বেশি আসন পেলে শান্তনু ঠাকুর বাড়ি বাড়ি গিয়ে সিএএ এর মাধ্যমে নাগরিকত্ব দেওয়ার কাজ করবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদিন দুর্নীতি গুন্ডাগিরি, বোম ধামাকা, সিন্ডিকেট রাজের প্রসঙ্গ তুলে বলেন, 'মমতা দিদি অনুপ্রবেশকারীদের ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করেন। তাদের বেআইনিভাবে নাগরিকত্ব দেন। আমাদের ভোটব্যাঙ্ক মতুয়া সমাজের মানুষ। সেদিন দুর্নীতির প্রসঙ্গ তুলে তিনি অনুব্রত মণ্ডল, কুনাল ঘোষ, তাপস পালদের নাম করেন। অযোধ্যায় রাম মন্দিরের প্রসঙ্গ তুলে বলেন, রাম মন্দিরে রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠার দিন মমতা দিদি এবং রাহুল বাবাকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল কিন্তু ভোট ব্যাংকের ভয়ে তারা সেখানে যাননি। মমতা দিদির ভোটব্যাঙ্ক অনুপ্রবেশকারীরা। এদিনে সভায় প্রায় কুড়ি হাজার মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন বলেন দাবি করেছে বিজেপি নেতৃত্ব।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যের বিষয়ে তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, যারা হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুরকে অপমান করে, তাদের মুখে মতুয়াদের কথা শোভা পায় না। মতুয়াদের বিজেপি ভাওতা দিয়েছে। লোকসভা ভোটে মতুয়ারা এর জবাব দিয়ে বুঝিয়ে দেবে।

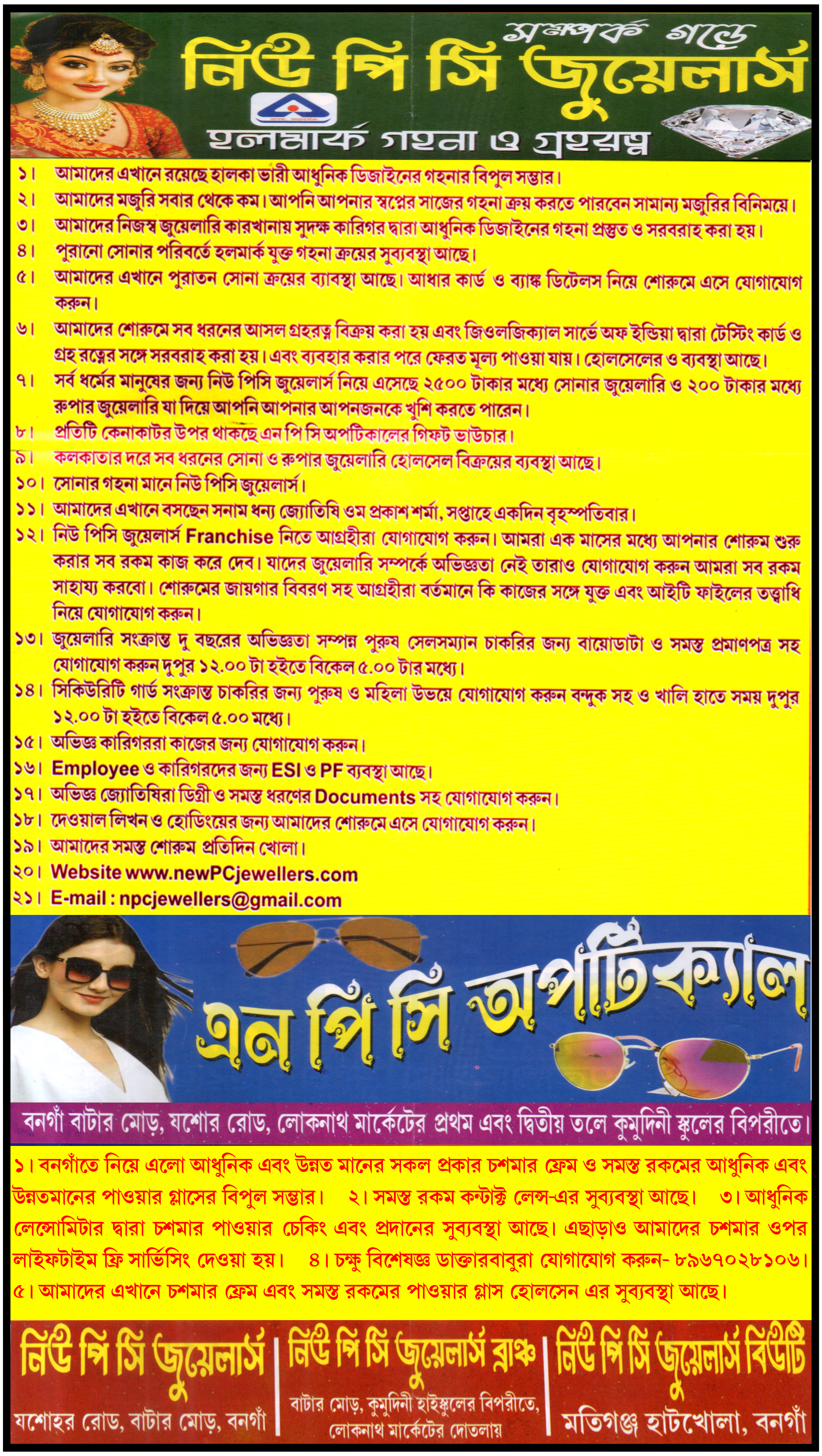

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**